সিরাতুর রাসূল ﷺ

যাঁর পদচারণায় ধন্য পৃথিবী

উৎসর্গ

জীবনের প্রতিটি বিষয়ে প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লামের
আদর্শ বাস্তবায়ণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যারা,
তাঁদের সাফল্য কামনায়...
ইতি
লেখক

সিরাতুর রাসুল ﷺ

যাঁর পদচারণায় ধন্য পৃথিবী

প্রণেতা

শায়খ আবু নোমান আল মাদানি

সিনিয়র মুহাদ্দিস ও বিভাগীয় প্রধান—আদব ও দাওয়াহ বিভাগ

জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া,৩১২দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা -১২০৪

প্রাক্তণ দাঈ ও অনুবাদক—রাবেগ দাওয়াহ সেন্টার, সৌদি আরব ।

মাকতাবাতুল ইবরাহীম

বাংলাদেশ কওমি শিক্ষাবোর্ড আলহাইআতুল উলয়া লিল জামিয়াতিল কাওমিয়া ও বেফাকুল মাদারিস আল আরাবিয়ার সন্মানিত চেয়ারম্যান, মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশের আমির ও জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম আল মাদানিয়া যাত্রাবাড়ীর স্বনামধন্য মুহতামিম, **মহিউস সুন্নাহ আল্লামা মাহমুদুল হাসান হাফিযাহুল্লাহুর—**

দোয়া ও অভিমত

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত জানা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জরুরী বিষয়। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালিত করতে হলে তাঁর সিরাত ও জীবনী জেনে নিতে হবে। এ বিষয়ে আরবি, উর্দু ও বাংলায় অসংখ্য কিতাব ও বই রচিত হয়েছে। আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন **মাওলানা আবু নোমান আল মাদানি** এ বিষয়ে বাংলায় বই লিখেছে শুনে অত্যন্ত খুশী হলাম। সে দীর্ঘদিন মদিনায় থেকে সিরাত বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন করেছে। তাই তার লিখিত *"সিরাতুর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাঁর পদচারণায় ধন্য পৃথিবী"* বইটি পাঠকদের বিশেষভাবে তালিবুল ইলমদের উপকার হবে বলে আমি আশাবাদী।

মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করি তিনি যেন, তার এ খেদমতকে কবুল করেন এবং তাকে আরো বেশী দ্বীনের ও ইলমের খেদমত করার তৌফিক দেন—আমিন।

[আল্লামা মাহমুদুল হাসান হাফিযাহুল্লাহ]

গ্রন্থকারের অবতরণিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হলেন আমাদের প্রিয় রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সারাবিশ্বের রহমত স্বরপ এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ﴾

আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। [১]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে—

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيْرًا﴾

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্বরণ করে, তাদের জন্যে আল্লাহর রাসুলের মধ্যে উত্তম অনুপম আদর্শ রয়েছে। [২]

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও বলেছেন—

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ

“আমি অহংকার ছাড়াই বলছি যে, আমি আদম সন্তান তথা মানবজাতির শীর্ষব্যক্তি।”

---

[১] সুরা আম্বিয়া : ১০৭

[২] সুরা আহজাব : ২১

তাই এ মহামানব রাসুলে আবারি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত ও আদর্শ জেনে তা অনুসরণ করার মাঝেই রয়েছে মানবতার ইহকাল ও পরকালের মুক্তি। তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ঘটনার মাঝেই রয়েছে মানবজাতির জন্য পরম শিক্ষা। আর তাই যুগ যুগ ধরে তাঁর সিরাত ও জীবনীর উপর অসংখ্য পুস্তক লেখা হয়েছে এবং এখনো ও হচ্ছে, শুধু তাই নয়, বরং তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষুদ্র বিষয় নিয়েও স্বতন্ত্র পুস্তক লেখা হয়েছে। যেমন— কেউ লিখেছেন, তাঁর পারিবারিক জীবন নিয়ে। কেউ লিখেছেন, তাঁর মুছকি হাসি নিয়ে, আবার কেউ লিখেছেন, তাঁর কৌতক নিয়ে। লেখার এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে— ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় দেশে দীর্ঘদিন থেকে লেখাপড়া করার সুযোগ হয়েছে আমি অধমের। আর এ সুযোগে আমি তাঁর প্রিয় দেশ পবিত্রভূমি মক্কা ও মদিনার অলিগলি যা তাঁর পদচারণায় ধন্য হয়েছে ভক্তিভরা মন নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে পেরে, মনে বড় ইচ্ছা জেগেছে এ সর্ম্পকে কিছু লিখে, তাঁর সিরাত লিখকদের কাতারে শামিল হতে। কিন্তু একাডেমিক লেখাপড়ার ব্যস্ততায় তখন আর এ সুযোগ হয়ে উঠেনি। ২০০৩ সালে যখন আমি মুবাল্লিগ ও অনুবাদকের চাকুরী নিয়ে সৌদিতে পুনরায় যাই তখন আমি এ কাজটি শুরু করি। আলহামদুলিল্লাহ! কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু করে লিখে বিষয়বস্তুগুলো একত্রিত করেছি। এতে প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মস্থান পবিত্রভূমি মক্কা ও তাঁর হিজরত ও তিরোধানের স্থান পবিত্রভূমি মদিনার ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক পরিচালিত ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ, উহুদ যুদ্ধ, খন্দক যুদ্ধ ও খাইবার যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা ও সে সকল স্থানের বর্তমান দৃশ্যও তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছি। যে সকল স্থান আমি স্বচোক্ষে দেখেছি শুধু সেগুলোর বর্ণনাই দেয়া হয়েছে। আর যে সকল স্থানে আমি যেতে পারিনি যেমন— হুনাইন যুদ্ধের স্থান, তাবুক যুদ্ধের স্থান সে গুলোর বর্ণনা দেয়া হয় নাই। ইতিহাস বর্ণনার

ক্ষেত্রে আমি শুধু সহিহ রেওয়ায়েত (বিশুদ্ধ বর্ণনা) গুলো উল্লেখে করেছি। যাদের অন্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি ও ভালোবাসা রয়েছে ও তাঁর প্রিয়দেশ পবিত্রভূমি মক্কা ও মদিনার ইতিহাস পড়তে তৃপ্তিবোধ করেন, এ বইটি কিঞ্চিত হলেও তাদের সে পিপাসা দূর করবে বলে আমি আশাবাদী। কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা বুঝার জন্য এ ইতিহাস জানা খুবই জরুরী। বিশেষভাবে ছাত্রসমাজ যারা কোরআন ও হাদিস অধ্যয়ন করে, তাদের জন্য কোরআন ও হাদিসে উল্লেখিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধজীবন বিষয়ক অধ্যায় বুঝার জন্য এ বইটি তাদের সহায়ক হবে— ইনশাআল্লাহ।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা আমার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এ ছাড়া বইটি নির্ভুল প্রকাশেরও চেষ্টা করা হয়েছে, তথাপিও পাঠকমহলের দৃষ্টিতে কোন ভুল ধরা পড়লে আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করব—ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে মহান আল্লাহর শাহি দরবারে আরজ করছি, তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসের উসিলায়, আমাকে, আমার পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন ও বইটির পাঠক-পাঠিকাদের পরকালে তাঁর প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাতারে শামিল হয়ে তাঁর পবিত্র হাতে হাউজে কাউসারের পানি পান করার তৌফিক দান করেন। আমিন, ছুম্মা আমিন।

বিনীত

—আবু নোমান আল মাদানি

৩০.১০.২০২১ ঈসায়ি

গ্রন্থকারের পরিচিতি

শায়খ মাওলানা আবু নোমান আল মাদানি। পৈতৃক নিবাস কুমিল্লা জেলার বরুড়া থানার পেরুল গ্রামে পিতা মরহুম মাওলানা আবদুল গনী রাহিমাহুল্লাহর ঔরসে ১৯৭২ সালের ১৫ আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাথমিক লেখাপড়া নিজ পিতার কাছেই। ১৯৯০ সনে ঢাকার বড় কাটারা মাদরাসায় মেশকাত ও ১৯৯১ সনে জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ী ঢাকায় দাওরায়ে হাদিস (তাকমিল) সম্পন্ন করেন। অতঃপর সৌদি সরকারের বৃত্তি নিয়ে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদিস বিভাগে তাখাস্সুস পড়েন। ১৯৯৮ সনে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ীতে মুহাদ্দিস হিসেবে নিয়োগ পান। ১৯৯৯ সনে শিক্ষকতার পাশাপাশি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন।

২০০২ সনে মুবাল্লিগ ও অনুবাদকের ভিসা নিয়ে পুনরায় সৌদি আবরে চলে যান এবং সৌদি আরবের রাগেব দাওয়াহ সেন্টারে দাঈ হিসেবে কাজ করেন। মাতৃভূমির টানে ২০১৭ সনে দেশে ফিরে আসেন।

পুনরায় জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ী ঢাকায় সিনিয়র মুহাদ্দিস হিসেবে জামে তিরমিজির ২য় খণ্ড ও আরবি ভাষা ও সাহিত্য এবং দাওয়াহ বিভাগের মুশরিফ(প্রধান) হিসেবে নিয়োগ পেয়ে অদ্যাবধি এ দায়িত্বে তাদরিসের আঞ্জাম দিচ্ছেন। এছাড়া তিনি জামিয়া আশরাফুল মাদারিস মোহাম্মদপুরে শাইখুল হাদিস হিসেবে বুখারি ১ম খণ্ড ও জামিয়া ইবরাহীমিয়া ইসহাকিয়া কাজলা মাদরাসায় হাদিসের দরস দিয়ে আসছেন।

শায়খের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো—

كيف نتعلم العربية

دروس اللغة العربية للمبتدئين

كيف نتعلم الإنشاء

الادب العربي وتاريخه

اللؤلؤ والمرجان في تفسير القرآن

আল্লাহ তায়ালা তাকে দীর্ঘ হায়াত দান করুন- আমিন।

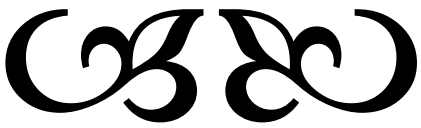

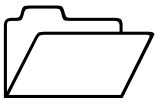

বইটি যেভাবে সাজানো আছে

প্রিয় রাসুল মুহাম্মাদ সা.এর প্রিয় জন্মভূমি	২৭
বর্তমানে রাসুল সা.এর জন্মস্থান	২৮
মক্কা নগরীর ভৌগলিক অবস্থান	২৮
মক্কা মুকাররমার মর্যাদা ও ফজিলত	২৮
কোরআনের আলোকে মক্কা শরিফ	২৯
হাদিসের আলোকে মক্কা শরিফ	২৯
বাইতুল্লাহ বা কাবাঘর	৩০
কাবাঘরের ইতিহাস	৩১
হজরত ইবরাহিম আলাহিস সালাম কর্তৃক কাবাঘর নির্মাণ	৩১
কাবাঘরের তওয়াফ	৩২
কাবাঘরের ছায়ায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৩৩
কাবাঘর বরাবর উপরে আসমানে বাইতুল মামুর	৩৩
কাবাঘর সারা বিশ্বের মুসলমানদের কিবলা	৩৩
কাবাঘরের ভিতরে নবিজি সা.এর নামাজ আদায়	৩৪
হাতিমে কাবা	৩৫
হাজারে আসওয়াদ (কালোপাথর)	৩৫
নবিজির হাত দিয়ে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা ও চুমু দেওয়া	৩৫
হাজারে আসওয়াদ তাকে চুম্বনকারীদের জন্য কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেওয়া	৩৬

মুলতাজামে দাঁড়িয়ে দোয়া করলে দোয়া কবুল হওয়া	৩৭
মাকামে ইবরাহিম	৩৭
মাকামে ইবরাহিমের ফজিলত	৩৭
দোয়া কবুল হওয়ার স্থান	৩৮
মাকামে দাঁড়িয়ে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের হজের ঘোষণা	৩৮
জমজম কুপ	৩৯
জমজম কুপের উৎপত্তি	৩৯
বিবি হাজেরার বাঁধ দেওয়া	৪০
জমজমের পবিত্র পানি ও তার উপকারিতা	৪০
জমজমের পানি পান করে এক মাস কাটিয়ে দেওয়া	৪১
জমজমের পানি দিয়ে নবিজি সা.এর বক্ষ্য ধৌত করণ	৪১
সাফা ও মারওয়া পাহাড়	৪২
সাফা পাহাড়ে ঘটে যাওয়া রাসুল সা.এর কয়েকটি ঘটনা	৪৩
দারুল আরকাম	৪৫
মিনা	৪৫
জামারাত (শয়তানকে পাথর নিক্ষেপের স্থান)	৪৬
মসজিদে খাইফ	৪৭
মুযদালিফায় নবিজির রাত্রিযাপন	৪৭
মাশ'আরে হারাম মসজিদ	৪৮
আরাফাতের ময়দানে নবিজি সা.এর অবস্থান	৪৮
আরাফাতের দিনের ফজিলত	৪৯
মসজিদে নামিরা	৪৯
জাবালে রহমত (রহমতের পাহাড়)	৫০
মসজিদে তানয়িম (ওমরাহ বা আয়েশা মসজিদ)	৫০
হজরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের স্থান	৫১
সারিফ নামক স্থান	৫২

হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘর	৫৩
আবু জেহেলের বাড়ী	৫৪
জিন মসজিদ	৫৪
উম্মুল মুমিনিন হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার কবর	৫৪
হেরা পর্বতের গুহা	৫৫
গুহায় ওহির সূচনা	৫৬
আমার দেখা হেরা গুহা	৫৮
রাবেগ শহর	৫৯
রাবেগের যুদ্ধ	৫৯
ইসলামি জিহাদের প্রথম তীর নিক্ষেপকারী	৫৯
আল আবওয়া নামক স্থান	৫৯
আল আবওয়া যুদ্ধের ঘটনা	৬০
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মায়ের কবর	৬০
আমার দেখা “আল আবওয়া” নামক স্থান	৬১
নবিজির মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত	৬২
হজরত আবু বকর রা.এর ঘরে নবিজির তাশরিফ	৬৩
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাড়ী ঘেরাও	৬৪
সওর পর্বতের গুহায় নবিজি সা.এর আত্মগোপন	৬৫
কাফেরদের ব্যর্থ চক্রান্ত	৬৬
নবিজি সা. এর সন্ধান দেয়ার জন্যে কাফেরদের পুরুস্কার ঘোষণা	৬৭
কুরআনের আলোকে সওর পর্বতের গুহা	৬৮
সওর পর্বতের গুহা থেকে নবিজি সা.-এর মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা	৬৯
হিজরতের পথে ঘটে যাওয়া চমৎকার ঘটনাবলী	৬৯
উম্মে মাবাদের মেহমানদারী	৭০
নবিজিকে ধরার জন্যে সুরাকা বিন মালিকের চেষ্টা ও তার পরিণতি	৭১
মদিনার কোবা এলাকায় নবিজির গমন	৭৩

মসজিদে কোবার ভিত্তিস্থাপন	৭৪
নবিজির মদিনায় প্রবেশ	৭৪
নবিজির আগমনকে স্বাগতম জানিয়ে আনসারি কন্যাদের সংগীত পরিবেশন	৭৫
মদিনার ঘরে ঘরে আনন্দ	৭৫
মদিনার জন্য নবিজির দোয়া	৭৬
মসজিদে নববির নির্মাণ	৭৮
বদর প্রান্তর	৭৯
বদর যুদ্ধের ঘটনা	৮০
মক্কার কাফেরদের যুদ্ধের প্রস্তুতি	৮১
আবু সুফিয়ানের কাফেলা নিরাপদে মক্কা গমন	৮১
যুদ্ধের ময়দানে নবিজির জন্য আরিশ (ছাউনি) নির্মাণ	৮১
বদর ময়দানে আল্লাহর মদদ	৮২
ফেরেশতাদের অবতরণের দৃশ্য	৮২
ফেরেশতাদের সশস্ত্র জিহাদ	৮২
আবু জেহেলের হত্যার ঘটনা	৮৩
কালিবে বদর	৮৪
বদরের শহিদদের কবর	৮৫
শহিদদের স্মৃতিসৌধ	৮৫
বদর যুদ্ধে ঘটে যাওয়া চমৎকার ঘটনাবলী	৮৬
গাছের ডাল তলোয়ারে পরিণত হওয়া	৮৭
বদর ময়দান থেকে শয়তানের পলায়ন	৮৭
উহুদের ময়দান	৮৮
উহুদ যুদ্ধের কারণ	৮৯
মদিনার উদ্দেশ্যে মক্কার কাফেরদের রওয়ানা	৯০
মদিনায় সংবাদ প্রেরণ	৯০
মদিনায় পাহারাদার নিযুক্ত	৯০

মক্কার কাফেররা মদিনার সীমান্তে প্রবেশ	৯১
সাহাবাদের নিয়ে নবিজির পরামর্শ বৈঠক	৯১
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধের প্রস্তুতি	৯২
যুদ্ধের জন্য নবিজির সৈন্য বাছাইকরণ	৯৪
নাবালেগ সাহাবিদের জিহাদের স্পৃহা	৯৪
উহুদ ও মদিনার মাঝপথে নবিজির রাত্রিযাপন	৯৫
মুনাফিকদের বিশ্বাসঘাতকতা	৯৫
সাতশত সৈন্য নিয়ে নবিজি সা উহুদ প্রান্তরে	৯৬
রুমাত পাহাড়ে নবিজির সেনা মোতায়েন	৯৬
নবিজির হাত থেকে তলোওয়ার নিতে সাহাবিদের প্রতিযোগিতা	৯৭
কাফেরদের যুদ্ধের প্রস্তুতি	৯৭
কাফেরদের মহিলা সৈনিকদের কান্ড	৯৭
যুদ্ধের সূচনা	৯৮
তুমুল যুদ্ধ	৯৮
হজরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহু বীরত্ব	৯৮
হজরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বীরত্ব	৯৯
হজরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদতের ঘটনা	৯৯
হজরত হানজালা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জিহাদি স্পৃহা	১০১
ফেরেশতা কর্তক হজরত হানজালা রা. লাশ গোসল দেওয়া	১০১
মুসলিম তীরান্দাজদের কৃতিত্ব	১০১
কাফেরদের পরাজয়	১০২
মুসলমান তীরন্দাজ বাহিনীর ভয়ানক ভুল	১০২
খালিদ বিন অলিদের পুনুরায় আক্রমণ	১০৩
মুসলমান সৈন্যদের মাঝে বিশৃংখলা সৃষ্টি	১০৩
শয়তান কর্তৃক নবিজি সা.এর নিহত হওয়ার ঘোষণা	১০৪
নবিজি সা. নিহত হওয়ার সংবাদে হজরত আনাস বিন নদর রা. জীবন উৎসর্গ	১০৫

হজরত সাবিত বিন দাহদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবন উৎসর্গ	১০৫
নবিজির আশপাশে রক্তাক্ত যুদ্ধ	১০৬
নবিজির দান্দান মোবারক শহিদ হওয়া	১০৭
নবিজিকে রক্ষায় হজরত সা'দ ও হজরত তালহা রা. মরণপণ লড়াই	১০৮
নবিজি সা. কে রক্ষায় ফেরেশতাদের অবতরণ	১০৯
হজরত মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত বরণ	১০৯
উহুদ পাহাড়ের ঘাঁটিতে নবিজি সা.এর আশ্রয় গ্রহণ	১১০
হজরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জান্নাতের সুসংবাদ	১১০
শহিদদের লাশ বিকৃত করা	১১১
আহতদের খেদমতে মুসলিম নারীগণ	১১১
উহুদ পাহাড়ের ঘাঁটিতে নবিজির চিকিৎসা	১১২
আবু সুফিয়ানের অহংকার ও তার উত্তরে হজরত উমর রা.এর জবাব	১১৩
নবিজির বদদোয়ায় ইবনে কামাআর পরিনতি	১১৫
শহিদদের কাফন-দাফন	১১৫
হজরত হামজা রা.এর বিকৃত লাশ দেখে নবিজি সা.এর কান্না	১১৬
হজরত মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাফন-দাফন	১১৭
উহুদ যুদ্ধে যারা শহিদ হয়েছেন	১১৭
কাফেরদের নিহতদের সংখ্যা	১২০
নবিজি সা. আহত হওয়ার খবর শুনে মদিনার মুসলিম মহিলাদের ব্যাকুলতা	১২০
নবিজি সা.এর মদিনায় ফিরে যাওয়া	১২২
আমার দেখা উহুদের ময়দান	১২২
আমার উহুদ পাহাড়ে উঠা	১২২
বর্তমানে রুমাত পাহাড়	১২২
খন্দকের যুদ্ধ	১২৩
যুদ্ধের কারণ	১২৩
পরিখা খনন কাজে নবিজি সা.এর অংশগ্রহণ	১২৪

ক্ষুধায় নবি কারিম সা.এর পেটে পাথর বাঁধার ঘটনা	১২৫
হজরত জাবের রা.এর দাওয়াত ও নবিজি সা.এর বরকত	১২৬
বরকতের আরেকটি ঘটনা	১২৬
পারস্য,রোম ও ইয়েমেন বিজয়ের সুসংবাদ	১২৭
যুদ্ধের কারণে নবিজি সা.এর নামাজ কাজা হওয়া	১২৭
নবিজির ফুফু হজরত ছফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার এক সাহসী কাজ	১২৮
কাফেরদের শেষ পরিণতি	১২৯
আহত হজরত সা'দ বিন মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু	১৩০
যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য	১৩২
হজরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর গোয়েন্দাগিরি	১৩২
কোরআনের আলোকে খন্দকের যুদ্ধ	১৩২
আমার দেখা খন্দক	১৩৬
সাবড়ে মাসাজিদ (সাত মসজিদ)	১৩৬
হুদাইবিয়ার সন্ধিতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	১৩৭
মুসলমানদের মাঝে নবিজির ওমরা আদায় করতে যাওয়ার ঘোষণা	১৩৭
মক্কার উদ্দেশ্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওয়ানা	১৩৭
কাবাঘর থেকে মুসলমানদের বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা	১৩৮
রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়ানোর চেষ্টা এবং রাস্তা পরিবর্তন	১৩৯
বুদাইল বিন অরাকার মধ্যস্থতা	১৪০
হুলাইস বিন আলকামার মধ্যস্থতা	১৪১
উরওয়া বিন মাসউদ সাকাফির মধ্যস্থতা	১৪২
চুক্তি না হওয়ার জন্যে উগ্রবাদী যুবকদের চেষ্টা	১৪৩
হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দূত হিসেবে মক্কায় প্রেরণ	১৪৪
হজরত উসমান রা. কে হত্যার গুজব ও বাইয়াতে রিদওয়ান	১৪৫
সন্ধি স্থাপন ও তার ধারাসমূহ	১৪৭
উমরার ইহরাম খোলার জন্য মুসলমানদের কোরবানি ও চুলকাটা	১৪৯

হুদাইবিয়ার মাটিতে নবিজির কয়েকটি ঘটনা	১৪৯
শুষ্ক কুপ পানিতে ভর্তি হয়ে যাওয়া	১৪৯
নবিজির আঙ্গুলের মাথা দিয়ে ঝরণার মত পানি বের হওয়া	১৫০
কোরআনের আলোকে হুদাইবিয়ার সন্ধি	১৫০
বর্তমানে হুদাইবিয়া নামক স্থান	১৫১
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজা ওমরাহ আদায়	১৫১
সারিফ নামক স্থানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম	১৫৪
খাইবারের কেল্লা	১৫৫
খাইবারের যুদ্ধ	১৫৫
খাইবারের উদ্দেশ্যে নবিজির রওয়ানা	১৫৬
পথে পথে হজরত আমের রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবিতা আবৃতি	১৫৬
একই অজু দিয়ে নবিজির দু ওয়াক্ত নামাজ আদায়	১৫৭
যুদ্ধের প্রস্তুতি	১৫৮
খাইবারের কেল্লাসমূহ	১৫৮
যুদ্ধের সূচনা ও নায়িম কেল্লা বিজয়ের ঘটনা	১৫৯
সাড়ব বিন মুয়াজ কেল্লা বিজয়	১৬১
গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম হওয়ার ঘোষণা	১৬২
জুবাইর কেল্লা বিজয়	১৬২
উবাই কেল্লা বিজয়	১৬৩
নিজার কেল্লা বিজয়	১৬৩
খাইবারের ২য় এলাকা বিজয়	১৬৪
সন্ধি স্থাপন	১৬৪
খাইবারের জমিনগুলো ইহুদিদের কাছে বর্গা দেওয়া	১৬৫
খাইবার যুদ্ধের পর মুসলমানদের আর্থিক সচ্ছলতা বেড়ে যাওয়া	১৬৬
হজরত সফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে নবিজির বিবাহ	১৬৬
নবিজি সা.এর সাথে হজরত সাফিয়া রা.এর বাসরঘর	১৬৭

নবিজি সা. কে বিষ মিশানো খাবার পরিবেশন	১৬৭
খাইবার যুদ্ধে উভয় পক্ষের নিহতদের সংখ্যা	১৬৮
আমার দেখা খাইবারের কেল্লা	১৬৯
পানির নালা	১৭০
খাইবারের শহিদদের কবর জিয়ারত	১৭০
যেখানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাসর রাত হয়েছে	১৭০
মক্কা বিজয়	১৭১
মাররুজ জাহরান নামক স্থানে পোঁছে মুসলিম সৈন্যগণ	১৭২
নবিজির দরবারে মক্কার আবু সুফিয়ান	১৭৩
মুসলিম সৈন্যগণ মাররুযাহরান থেকে মক্কার উপকণ্ঠে	১৭৬
মক্কায় মুসলিম সৈন্যদের আগমণের ঘোষণা	১৭৭
যি-তুয়া নামক স্থানে মুসলিম সৈন্যগণ	১৭৮
মুসলিম সৈন্যদের মক্কায় প্রবেশ	১৭৯
নবিজির মসজিদে হারামে প্রবেশ এবং কাবাঘরকে মূর্তি থেকে পবিত্রকরণ	১৮০
কাবাঘরের ভিতরে নবিজির নামাজ আদায়	১৮১
কুরাইশদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা	১৮৩
কাবাঘরের চাবি	১৮৩
কাবাঘরের ছাদে হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর আজান	১৮৪
বিজয়ের পর উম্মে হানি রা. ঘরে নবিজির শোকরানা নামাজ আদায়	১৮৪
বর্তমানে বাবে উম্মে হানি	১৮৫
বিজয়ের ২য় দিনে নবিজির ভাষণ	১৮৫
আনসারদের মনের আশংকা	১৮৬
মক্কায় নবিজির অবস্থান ও অন্যান্য কাজ	১৮৭
বিভিন্ন স্থানের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার জন্য ফোর্স প্রেরণ	১৮৭
কোরআনের আলোকে মূর্তিগুলো	১৮৯
হজের মিকাত (ইহরাম বাঁধারস্থান সমূহ)	১৮৯

বর্তমানে জুলহুলাইফা নামক মিকাত	১৯০
বর্তমানে জুহফা নামক মিকাত	১৯০
আল জুহফার ইহুদিদের জন্য নবিজির বদদোয়া	১৯১
আল জুহফা নামক স্থানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	১৯১
বর্তমানে করনুল মানাজিল মিকাত	১৯১
নবিজির সাথে জিবরাইল আলাইহিস সালামের সাক্ষাত	১৯২
বর্তমানে ইয়ালামলাম নামক মিকাত	১৯২
বাংলাদেশি হাজিদের পুরাতন ও বর্তমান মিকাত	১৯৩
বর্তমানে “যাতে ইরক” নামক মিকাত	১৯৩
নবিজির বিদায় হজ্ব পালন	১৯৪
বিদায় হজ্বের ভাষণ	১৯৬
মৃত্যুর পূর্বে রাসুলে আরাবি	২০২
রোগের সূচনা	২০৩
জীবনের শেষ সপ্তাহে রাসুলে আরাবি	২০৩
মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে	২০৪
তিনটি বিষয়ের ওসিয়ত করেন	২০৬
মৃত্যুর চার দিন পূর্বে	২০৭
মৃত্যুর একদিন বা দুদিন পূর্বে	২০৮
মৃত্যুর একদিন পূর্বে	২০৮
জীবনের শেষদিনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	২০৮
মৃত্যুর পূর্বক্ষণে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	২১০
শোকের ছায়া	২১১
হজরত ফাতেমার রাদিয়াল্লাহু আনহার কান্না	২১১
হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা	২১২
হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা	২১২
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাফন-দাফন	২১৪

মদিনা শরিফের মর্যাদা ও ফজিলত	২১৫
মদিনা শরিফের হারামের সীমানা	২১৬
ইর পাহাড়	২১৭
সওর পাহাড়	২১৭
হাররা শারকিয়্যা	২১৭
হাররা গারবিয়্যা	২১৭
মদিনায় দাজ্জাল প্রবেশ করবে না	২১৮
দাজ্জালের সাথে এক বক্তির বাকবিতন্ডতা	২১৮
মদিনায় বসবাস করার জন্য নবিজি সা.এর উৎসাহ প্রদান	২১৯
মদিনাবাসীদের কষ্ট দেয়া নিষেধ	২১৯
কোন খারাপ লোক মদিনায় বাস করতে পারে না	২২০
মদিনায় বরকতের জন্য নবিজির দোয়া	২২০
মসজিদে নববি ও তার ফজিলত	২২০
মসজিদে নববিতে নামাজ আদায়ের ফজিলত	২২১
যুগে যুগে মসজিদে নববির প্রশস্তকরণ	২২১
মসজিদে নববির মিনারা	২২২
নবিজি সা.এর মিহরাব	২২৩
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বার	২২৩
রিয়াজুল জান্নাত (বেহেশতের বাগান) এর অবস্থান	২২৩
নবিজির জন্য ক্রন্দনকারী খেজুর গাছের খুটি	২২৪
আবু লুবাবা নামক খুঁটি	২২৫
নবিজি সা.এর কবর তথা রওজা মোবারক	২২৭
জান্নাতুল বাকী কবরস্থান	২২৮
মসজিদে কোবা	২২৯
মসজিদে কোবায় নামাজ আদায়ের ফজিলত	২২৯
কোরআনে কোবার বাসিন্দাদের প্রশংসা	২২৯

কোবা এলাকায় মসজিদে দিরার (ষড়যন্ত্রমূলক মসজিদ) নির্মাণ	২৩০
মদিনার আরো কয়েকটি ঐতিহাসিক মসজিদ	২৩২
কিবলাতাইন মসজিদ	২৩২
জুমআ মসজিদ	২৩৩
মসজিদে গামামা	২৩৩
মসজিদে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু	২৩৩
মসজিদে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু	২৩৪
মসজিদে আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু	২৩৪
ছাবড়ে মাছাজিদ (সাত মসজিদ)	২৩৪
মসজিদে মুসতারাহ	২৩৫
মসজিদে সুকিয়া	২৩৫
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইদগাহ	২৩৫
মদিনার প্রসিদ্ধ কুপসমূহ	২৩৫
বীরে বুদাআ (বুদাআ নামক কুপ)	২৩৫
সাকিফা বনি সাড়িদা	২৩৬
বীরে গরস (গরছ নামক কুপ)	২৩৭
বীরে আরিস (আরিস নামক কুপ)	২৩৭
বীরে হা (হা নামক কুপ)	২৩৯
বীরে রুমা বা বীরে উসমান (রুমা নামক কুপ)	২৪০
নবি কারিম সা. যুগে মদিনায় বিভিন্ন গোত্রের আবাস স্থল	২৪১
বনু নাজ্জার গোত্র	২৪১
বনু আবদুল আশহাল গোত্র	২৪১
বনু হারিস গোত্র	২৪১
বনু সাড়িদা গোত্র	২৪২
ইহুদিদের বাসস্থান	২৪২
বনি কুরাইজা	২৪২

বনি নাজির	২৪২
কাব বিন আশরাফ ও তার কেল্লা	২৪৩
কাব বিন আশরাফকে হত্যার ঘটনা	২৪৩
বনি কাইনুকা	২৪৫
মদিনার প্রসিদ্ধ ওয়াদি (উপত্যকা সমূহ)	২৪৫
ওয়াদি আকিক (আকিক উপত্যকা)	২৪৫
ওয়াদি বাতহান (বাতহান উপত্যকা)	২৪৫
ওয়াদি কানাত (কানাত উপত্যকা)	২৪৬
সানিয়াতুল অদাড় নামক স্থান	২৪৬
গাবা নামক স্থান	২৪৭
হাফইয়া নামক স্থান	২৪৭
বাইদা (তায়াম্মুমের আয়াত নাজিল হওয়ার স্থান)	২৪৭
মাদাইনে সালেহ আলাইহিস সালাম নামক স্থান	২৪৮
পরিশিষ্ট	২৫২
নবিজির জীবদ্দশায় কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধের পরিসংখ্যান	২৫২

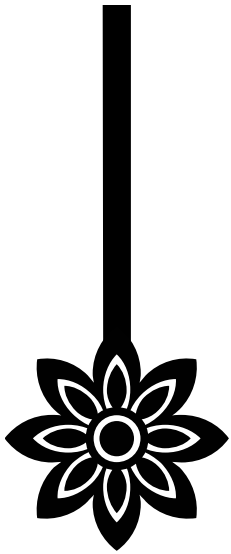

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় জন্মভূমি

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব আমাদের প্রিয় রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় জন্মভূমি হলো পবিত্র মক্কানগরী। আল্লাহর পবিত্র ঘর কাবা শরিফের পার্শ্বে বনু হাশিমের উপত্যকায় ৫৭১ মতান্তরে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হলো আবদুল্লাহ ও মায়ের নাম আমেনা। তাঁর জন্মের সময় অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। ঐতিহাসিক ইবনু সাদ বর্ণনা করেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মা আমেনা বলেন, তাঁর (নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) জন্মের সময় আমার শরীর থেকে এক নুর (আলো) বের হয় যদ্বারা সিরিয়ার অট্টালিকা আলোকিত হয়ে যায় । নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের পর তাঁর মমতাময়ী মা নবিজির দাদা আবদুল মুত্তালিবের নিকট নাতী হওয়ার সুসংবাদ পাঠান। আবদুল মুত্তালিব এ সংবাদ শুনে অত্যন্ত খুশী হন এবং আমেনার ঘরে এসে নাতীকে নিয়ে কাবা শরিফের নিকটে গিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন ও শুকরিয়া আদায় করেন, অতঃপর নাতীর নাম রাখেন "মুহাম্মাদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

বর্তমানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মস্থান

বর্তমানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মস্থানটি সংরক্ষিত আছে। সেখানে "মাকতাবাতু মক্কাতিল মুকার্রমা" নামে একটি লাইব্রেরী রয়েছে যা মারওয়া পাহাড়ের পূর্ব দিক দিয়ে অবস্থিত চত্বরের উত্তর পূর্ব কোণে মিনা ও তায়েফ যাওয়ার রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত । বর্তমানে অনেক লোক সেখানে গিয়ে লাইব্রেরীটির দেয়াল হাত বা কাপড় দিয়ে মুছে নিজের চোখে মুখে ও শরীরে লাগিয়ে থাকে, এটা অবশ্য ঠিক নয়,কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের সময় এ বিল্ডিংটি ছিল না, বরং তাঁর ইন্তেকালের বহু পরে এটি নির্মিত হয়েছে। আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদের মা "খাইযারান" এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তা ভেঙ্গে ১৩৭০ হিজরিতে শায়খ আব্বাস কাত্তান রহিমাহুল্লাহ বর্তমান লাইব্রেরীটি নির্মাণ করেন ।

মক্কা নগরীর ভৌগলিক অবস্থান

পবিত্রভূমি মক্কা মুকার্রমা সৌদি আরবের পশ্চিম সীমান্তে হেজাজ এলাকার এক পাহাড়ঘেরা উপত্যকায় অবস্থিত । তার পূর্বাংশকে "মাড়লা" (উচু জায়গা) বলা হয়,আর পশ্চিম ও দক্ষিণাংশকে "মিসফালাহ" (নিচু জায়গা) বলা হয়। রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাড়লা (উঁচু) এলাকার বাসিন্দা ছিলেন ।

মক্কা মুকাররমার মর্যাদা ও ফজিলত

আল্লাহ তায়ালা এ পবিত্র শহরকে তাঁর ঘর কাবা শরিফের জন্য মনোনীত করেছেন। নবিকুলের শিরমনি, রহমাতুললিল আলামিন, হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম ও এ শহরেই হয়েছে। এখানকার হারাম শরিফে এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করলে এক লক্ষ নামাজের সমপরিমাণ সাওয়াব হয়। এখানকার বিভিন্ন বরকতপূর্ণ জায়গায় আল্লাহ তায়ালা মানুষের দোয়া কবুল করেন, পাপ মুছে দেন। এ পবিত্র শহরে কাফেরদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিয়ামতের পূর্বে দাজ্জাল বের হয়ে সারা বিশ্বের মানুষকে পথভ্রষ্ট করবে, কিন্তু মক্কা ও মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না । আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা দিয়ে এ দু শহরকে দাজ্জাল থেকে হেফাজত করবেন ।

কোরআনের আলোকে মক্কা শরিফ

মক্কা শরিফ একটি নিরাপদ শহর। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এ শহরকে— الْبَلَدِ الْأَمِينِ বলে আখ্যা দিয়েছেন, অর্থাৎ নিরাপদ শহর। হজরত ইবনে জাওযি রাহিমাহুল্লাহু বলেন— ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়াতের যুগেও এ শহর নিরাপদ ছিল। অন্য আয়াতে এসেছে—

﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴿٩٧﴾ ﴾

যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়ে যায়। [১]

কোরআনের ভাষায় এ শহরের অপর নাম "উম্মুল কুরা" অর্থাৎ গ্রাম সমূহের জননী। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا ﴿٩٢﴾ ﴾

আর এ কোরআনটিও একটি কিতাব যা আমি অবতীন করেছি, যা অনেক বরকতপূর্ণ, পূর্বেকার কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী, আর আমি একে এ জন্য অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি উম্মুল কুরা (মক্কা শরিফ) ও তার আশেপাশের বাসিন্দাদের ভয় দেখান। [২]

মক্কা শরিফ পৃথিবীর স্থলভাগের মধ্যখানে অবস্থিত এবং পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর কাবা শরিফ এখানে অবস্থিত, এ জন্য একে উম্মুল কুরা বলা হয়।

হাদিসের আলোকে মক্কা শরিফ

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার হাযুরা নামক স্থানে দাঁড়িয়ে মক্কার দিকে ইশারা করে বলেন—

وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلاَ أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ

আল্লাহর কসম! তুমি আল্লাহর জমিনের সর্বোত্তম জায়গা, তুমি আল্লাহর

[১] সুরা আল ইমরান : ৯৭
[২] সুরা আনআম : ৯২

কাছে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা,আমাকে যদি এখান থেকে বের করে দেয়া না হত তাহলে আমি এখান থেকে যেতাম না। [৩]

মক্কা বিজয়ের দিন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا

এ শহরকে আল্লাহ তায়ালা ঐ সময় থেকেই সম্মানিত করেছেন, যেদিন তিনি আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর পক্ষ্য থেকে এ সম্মান কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। এখানকার কোন গাছ কাটা যাবে না, কোন পশুপাখি শিকার করা যাবে না, রাস্তায় পড়ে থাকা কোন হারানো জিনিস উঠানো যাবে না। তবে হ্যাঁ ঐ ব্যক্তি উঠাতে পারে, যে তার মালিকের নিকট পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করবে এবং মানুষের মাঝে ঘোষণা দিবে । আর এ শহরের নিজে উদিত ঘাস ও কাটা যাবে না। [৪]

বাইতুল্লাহ বা কাবাঘর

বাইতল্লাহ শরিফ বা কাবা ঘর হলো পৃথিবীর সর্ব প্রথম ইবাদতের স্থান। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴿٩٦﴾﴾

নিঃসন্দেহে সর্ব প্রথম ঘর যা মানুষের (ইবাদতের) জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। [৫]

---

[৩] জামে তিরমিজি : ৩৯২৫
[৪] মুসলিম : ১৩৫৩
[৫] সুরা আল ইমরান : ৯৬